HEETOPADESHU,

OR

Beneficial Instruction,

Translated from the original Sangskrit,

BY GOLUK NATH, Pundit,

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1802.

হিতোপদেশ ।—

সংস্কৃত ভাষাতে —

College of Fort William
1807.

গোলোক নাথ শর্ম্মনা ক্রিয়তে ।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।——

১৮০১ —

হিতোপদেশ।

সংস্কৃত ভাষাতে।
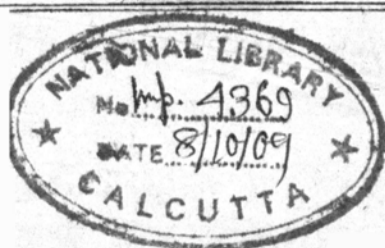
সর্ব্বত্রে বিচিত্র কথা এবং নীতি বিদ্যা দায়িক সে কি মত তাহার বিশেষ কহি। পণ্ডিত যে ব্যক্তি সে বিদ্যার্থ কি মত চিন্তা করে তাহা শুন। অজরা অমরাবৎ আর ধর্ম্মাচরন কেমন যে মত যমেতে কেশাকর্ষন করিয়া থাকে তাদৃশ। অপর বিদ্যা বস্তু সকল দ্রব্যের মধ্যে অত্যুত্তম কহিয়াছেন তাহার কারন এই অহরনীয় অমূল্য অপূর্ব্ব অংশির অধিকার নাহি ও চোরের অধিকার নাহি এবং দানেতে ও ক্ষয় নাহি অতএব বিদ্যা

রত্ন যহাহীন সংজ্ঞা তাহার শাক্তাকি কি বিদ্যা বিনয় দাতা বিনয় পাত্র দাতা পাত্র হীন দাতা হীন বীর্য্য ও সুখ দাতা এ সকল বিষয় কহিলে পুস্তক বাহুল্য হয় অতএব সংক্ষেপে কিছুং কহিব। সম্প্রতি মিত্র লাভ সুহৃদভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এই চারি ভাগ।

কোন নদীর তীরেতে পাটনী পুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুনোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন হীন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা

করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মুর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মুর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটিং নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মুর্খ পুত্র জানিবা এক সু পুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুন্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋন কর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উঃবা নীচ হওক গুনবান সকল স্থানে পুজনীয়। যেমন বংশের গুন

যুক্ত বীমুক নির্গুন কি কার্য্যের। যে পুত্র না পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে কীদৃশ যেমন পঙ্কের মধ্যে গরু পড়িলে হয়। গর্ব্বস্থ মনুষ্যের এই পাঁচ যোগ হইয়া থাকে আয়ু কর্ম্ম বিত্ত বিদ্যা নিধন। কিন্তু যদি কেহ ভাবে যে যা হবার তা হবে সে অতি অলশের কথা তাহার পুমান যে মত রথের গতি কেবল চক্রেতে হয় না এবং পুরুষকারের চেষ্টা ব্যতিরেক হয় না। অপর কুম্ভকার আপন ইচ্ছা মত তাহার কার্য্য করিতে পারে তাদৃশ আত্ম কৃত কর্ম্ম মনুষ্যে করিতে পারে। অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ন্যায় অগ্রে লিখি দেখিয়া পায় তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় তবে কখন পাবে না অতএব যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু

এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় যেমন হংসের মধ্যে বক। মুর্খের শোভা যাবৎ কিছু না বলে তাবৎ মাত্র। মোটা দ্রব্য চিক্কন হয় ও চিক্কন মোটা হয় যেমন চন্দ্র কৃষ্ণ পক্ষে ও শুক্ল পক্ষে। সে রাজা এই সকল চিন্তা করিয়া পণ্ডিতের সভা করিলেন। ভো ভো পণ্ডিতেরা অবধান কর। আমার পুত্রেরা নিত্য উলট্টা পথগামী অতএব তাহার দের নীতি শাস্ত্রে পুনর্ব্বার জন্ম দেহ। যথা কাঞ্চন সংসর্গেতে কাচ যে তিনি বহু মুল্য প্রস্তরের দীপ্তি ধারন করেন তথা সদ্বিধানেতে মূর্খ যে তিনি প্রবীনতা পান। তাহার মূল এই যদি হীনের সহিত থাকে তবে হীন মতি হয় সমানের সংসর্গে সমতা হয় বিশিষ্ঠের সহিত থাকিলে বিশিষ্ঠতা পায়। অতঃপরে বিষ্ণু শর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মন মহা পণ্ডিত সকল নীতি শাস্ত্রজ্ঞ বৃহষ্পতির ন্যায় কহিলেন

হে মহা রাজা এই সকল রাজ পুত্রেরদিগকে আমি নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান করিয়া দিব বিনা ব্যাপারে কাহাক কিছু হয় না অতএব আমি মহা রাজার পুত্রেরদিগকে ছয় মাসের মধ্যে যে রূপে হয় সেই রূপে নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান জন্মাইয়া দিব মহা রাজা তাঁহারদিগের কারন কোন চিন্তা করিবেন না। রাজা বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতেছেন। যদি কীট পুষ্পের সহিত থাকে তবে মহতের শিরে আরোহন করে। আর সাধু ব্যক্তি যদ্যপি পাথর স্থাপন করে তবে সে পাথর দেবত্ব পায় যেমত পর্ব্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্তি হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্নের দীপ্তি হয়। অতএব বিষ্ণু শর্ম্মাকে বহু মর্য্যাদা করিয়া রাজা আপন পুত্রেরদিগকে লইয়া সমর্পন করিলেন। অথ রাজ পুত্রেরদের অগ্রে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে কাব্য শাস্ত্র বিনোদেতে

পণ্ডিতেরা কাল যাপন করেন মূর্খের কাল দুঃখ ও নিদ্রা ও কলহেতে যায়। অতএব তোমারদিগের জ্ঞান জন্য কাক কূর্ম্মাদির বিচিত্র কথা কহি। রাজ পুত্রেরা কহিলেন বলিতে আজ্ঞা হওক।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন ভো ভো কুমারা। সম্প্রতি মিত্র লাভ প্রস্তাব করি। এই যাহার প্রথম কথা। অসাধন বিত্তহীন বুদ্ধিমন্ত ওত্তম সুহৃদ আশু কর্ম্ম সাধক কাক কূর্ম্ম মৃগ আখু। রাজ পুত্রেরা কহিতেছেন এ কি। তখন বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতে লাগিলেন।

গোদাবরী নামেতে নদীতীরে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। সেই গাছের ওপর নানান দিগ হইতে পক্ষীরা আসিয়া রজনীতে বাস করে। তারপর কদাচিত এক দিন

রাত্রি অবশেষেতে চন্দ্র অস্ত হইতেছেন এমত কালেতে এক ব্যাধ যমের সদৃশ জাল দড়ি হস্তে করিয়া আসিতেছে। তৎকালে সেই বৃক্ষ বাসী এক বৃদ্ধ কাক লঘুপতনক নামেতে তিনি এই ব্যাধকে দেখিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিতেছেন যে অদ্য প্রাতে অনিষ্ঠ দর্শন হইল না জানি আজি কি হবে। এই ভাবিয়া তিনি উড়িয়া প্রস্থান করিলেন যে হেতুক শোক স্থান সহস্র ভয় স্থান শত দেখিয়া মূঢ় ব্যক্তি দিনেং নিবেশ করে তাহা পণ্ডিতের নহে। অন্য প্রকার। যে লোক বিষয়ী তাহারদের এ সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি মহত ভয় ও বিঘ্ন হয় তবে মনে বিবেচনা করিবেক যে মরন ব্যাধি শোক আজি কি পড়িবেক আমারদের উপর। কিন্তু কাক উড়িয়া গেলে পর সে ব্যাধ আসিয়া দেখিলেক যে গাছের উপর আর অনেকং পক্ষী আছে। অতএব বৃক্ষের তলে জাল

বিস্তার করিয়া তণ্ডুল কনা ছড়াইয়া দূরে বসিল। তৎকালে চিত্রগ্রীব নামেতে কপোত রাজা ভাবিলেন যে এই নির্জ্জন স্থানে কোথা হইতে তণ্ডুল কনা আইল তাহা নিরূপন করিয়া কহিতেছেন এ ভাল দেখি না বুঝি এই তণ্ডুল কনার লোভেতে আমারদিগের সেই মত হইবেক যেমন কঙ্কনের লোভেতে কোন পথিক মহা পঙ্কে পড়িলে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেতে পাইয়া নষ্ট করিলেক। এই কথা আর সকল রাজার অধিভ্যারী কপোতেরা শুনিয়া কহিতেছেন মহারাজ এ কি কথা আমারদিগকে বিস্তারিত করিয়া কহ।———

রাজা কহিতেছেন যে তোমরা অবধান কর। আমি এক কালেতে দক্ষিন অরন্যে চরিতে২ দেখিয়াছি এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র কুশ হস্তে স্নান করিয়া সরোবরের তীরেতে সুবর্ন কঙ্কন লইয়া বলি

তেছেন। ভোঃ পথিক সুবর্ণ কঙ্কন গ্রহন করহ। ইতি মধ্যে কোন পথিক এই কথা শুনিলে লোভযুক্ত হইয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে আমার ভাগ্য প্রসন্ন অতএব লভ্য হইয়াছে কিন্তু আপনার প্রানের সন্দেহ নিমিত্তক প্রবর্ত্ত হইতে পারিতে ছেন না। যে হেতুক অনিষ্ঠ হইতে যে ইষ্ঠ লাভ হয় সে প্রাপ্তি ভাল নহে সে কেমন যেমন অমৃতের সহিত যদি বিষ থাকে তবে সে অমৃত অবশ্য মৃত্যু দায়িক হয় তাদৃশ অনিষ্ঠ হইতে ইষ্ঠ লাভ। তবু সর্ব্বত্রে অর্থার্জ্জন প্রবৃত্তি নিমিত্তক সন্দেহ। যদি সংশয় আরোহন না করে তবে ভাল দেখে কিন্তু যদি সংশয় আরোহন করিয়া বাঁচে তবে যা হয় তাহা দেখিতে পায়। তাহা নিরূপন করিয়া প্রকাশ মনে সেই পথিক কহিতেছেন। হে ব্যাঘ্র কোথায় তোমার কঙ্কন আমাকে

দেখাও। ব্যাঘ্র হস্ত বিস্তার করিয়া বলিতেছেন
হে পথিক এই দেখ আমার হাতে আছে।
পথিক কহিতেছেন তোমাকে আমার বিশ্বাস
হবে কেমনে শুন দেখি তুমি ব্যাঘ্র আমি
মনুষ্য তোমায় আমায় খাদ্য খাদক সম্বন্ধ
আমি কি রূপে তোমাকে বিশ্বাস করিব
অতএব যদি তোমার দেওন ইচ্ছা তবে এখানে
ফেলিয়া দেও নতুবা আমি তোমার নি
কটে যাইতে পারি না কি জানি যদি তুমি
আমাকে খাও তবে আমি মরিলাম। এই কথা
শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র কহিতেছেন শুন পূর্ব্বকালে
আমার যৌবনাবস্থাতে আমি অতি দুষ্ট
ছিলাম তাহাতে অনেকং গো মনুষ্যাদি
বধ করিয়াছি সেই পাপে আমার অনেক
গুলিন পুত্র মরিয়াছে এবং জায়া ও অতএব
সে হইতে আমি ও সকল কর্ম্মে নিবর্ত্ত
হইয়াছি আর গো মনুষ্যাদির হিংসা করি

না এইক্ষনে সকল লোকে আমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে এবং আমিং ও ধর্ম্ম পথে চলি সম্প্রতিক স্নানশীল ও দাতশীল হইয়াছি অপর নখ দন্ত গলিত হইয়াছে তুমি কি কারন আমাকে বিশ্বাস করিবা না। দেখ আট প্রকার আছে ধর্ম্ম ইজ্যা অধ্যয়ন দান তপস্যা সাধ্য ধৃতি ক্ষমা অলোভ এই আট প্রকার ধর্ম্ম আমাতে সকলি আছে তাহার পূর্ব্ব চারিবর্গ দম্ভার্থকে বুঝায় ওত্তর চারিবর্গ মহাত্মকে বুঝায় অতএব আমার স্বহস্তগত স্বুবর্ন কঙ্কন কোন কাহাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছি যদি তোমার ইচ্ছা তবে লওসিয়া নতুবা আমি কখন ফেলিয়া দিব না তাহাতে আমার কি ফল হবে যাহা দান করিব তাহা হাতেং দিব। তারপর পথিক কহিতে লেন যে তুমি যত বলিলা তাহা সকলি সত্য তথাপি বাঘে মানুষ খায় এই কথা সকলে

বলে অতএব কিরূপে বিশ্বাস করি। পুনর্ব্বার ব্যাঘ্র কহিতেছেন ওহে পথিক আমি ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করি শুন। সাধুরদের এই কর্ম্ম যেমন আপন প্রাণ অভিষ্ঠ করে তেমন অন্য প্রাণীর অতএব তোমারেও আমার দয়া আছে এবং পরদারেতে মাতৃবৎ ও পরের দ্রব্যে বিষ্ঠাবৎ দেখে। আর যে আপনার মত সকল প্রাণীকে দেখে সেই পণ্ডিত। প্রত্যাখ্যানেতে দানেতে সুখে দুঃখে প্রিয়ে অপ্রিয়ে ইহাতে আপন মত দেখিবেক এই প্রমাণ অতএব আমার হস্তগত কঙ্কন তোমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছি যত্নক্রমে। তাহা বলি শুন ব্যাধি গ্রস্তকে ঔষধী দিলে যে ফল। তাদৃশ দরিদ্রকে দান দেওনে ফল যদি ধনীকে দান দেয় তবে তাহার ফল হয় যেমত অরোগীকে ঔষধী দেওন। অন্য প্রকার আমি যে দান দিব তাহা যদি অলঙ্কার নিমিত্ত দিব তবে কি স্বার্থ এ মত

দান সাত্বিক যে দান দেশ বিশেষে কাল বিশেষে পাত্র বিশেষে করে। মরু স্থলীতে বৃষ্টি হইলে যে মত হর্ষ হয় আর ক্ষুধার্থের ভোজন যথা তথা দরিদ্রকে দান অতএব সরোবরে স্নান করিয়া কঙ্কন গ্রহন কর। এই সকল কথা পথিক শুনিয়া ঐ সরোবরেতে স্নান করিতে নামিলে মহা পঙ্কে নিমগ্ন হইলেন আর পলাইতে শক্তি নাহি কি করিবেন। তখন ব্যাঘ্র কহিতেছেন হা পথিক তুমি পঙ্কে পড়িয়াছ আমি তোমাকে ওঠাইয়া দিব। ইহাই বলিয়া অল্পেং ব্যাঘ্র নিকটে গেলে ধরিয়া চিন্তা করিতেছেন। তাবত পথিক কহিতেছেন যে ব্যক্তি দুরাত্মা তাহার ধর্ম্ম শাস্ত্রেইবা কি আর বেদাধীয়নেতেরা কি যাহার যে স্বভাব তাহা কখন যায় না। যেমন গরুর দুগ্ধ মধুর রস তেমন তিক্তের॥ এই কথা কহিয়া ভাবিতেছেন যে যখন আমি এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছি তখন

ভাল করি নাহি। আর কি হবে সাধ্য নাহি সকলেরি গুন স্বভাবে জানা যায় যেমন সর্পের গুন তাহার মস্তকে থাকে। এই ভাবিতেছেন তৎকালে ব্যাঘ্র আক্রমন করিয়া খাইয়া ফেলাইল। এই হেতুক আমি বলি কঙ্কনের লোভের বিষয় অতএব সর্ব্বদা অবিচারিত কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা বলি তোমরা শুন। সুপক্ক অন্ন আর সুপণ্ডিত পুত্র স্ত্রী সুশাসিতা রাজা সুসেবিত সুচিন্তা ওক্ত আর বিচার করিয়া যাহা করে সেই কার্য্যে শীঘ্র আপদ হয় না।——

এই কথা শুনিয়া কোন এক কপোত সদর্পে কপোত রাজাকে কহিতেছেন আঃ কি কথা কহিতেছ শুন মহারাজ। যদি কোন আপদ পড়ে আর সকল বিচারেতে প্রাচীনের কথা গ্রহণ

কারবেক কেবল ভোজন ব্যতিরেক আর কিছু বলি শুনহ যে হেতুক আমারদের অন্ন ও পান পৃথিবীর ওপর অতএব যদি আমারা ইহাতে ভয় করি কিমতে বাঁচিব ও কোথায় আমারদের ভক্ষ্য পানীয় পাইব বল দেকি বিশেষতঃ। আমরা হইয়াছি পর ভাগ্যোপজীবী যদি ভোজনে এমত শঙ্কা কর তবে কেমনে চলিবে ভুমির ওপর ব্যতিরেক শূন্যে যাইতে পাইবা না ইহা বুঝিয়া যে কর্তব্যাকর্তব্য হয় কর। এই কথা তাহার মুখেতে সকলেই শুনন করিলে যে স্থানে তণ্ডুল কনা পড়িয়াছে সেই স্থানে কপোতেরা অল্পেং উড়িয়া গিয়া বসিলেন। এখন কবি কহিতেছেন লোভের শক্তি কিং তাহা বলিব লোভেতে ক্রোধ ও কাম ও মোহ ও মায়া ও পাপ এই সকলের কারন লোভ। তার পর চাওল খাইতেং ঐসুত্র বনিত জালেতে সকল কপোত বাঁধা পড়িলেন। তখন যাহার কথা

ক্রমে সে যাহাকে নামিয়া ছিল তাহাকে সকলে মিলে অপমান করিতে লাগিলেন যে কোথা কার এক বেটা লক্ষ্মী ছাড়ার পরামর্শে নামিয়া এখন সকলে আজি প্রাণ হারাইলাম আর কিছু নহে। অতএব যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার সমোচিত ফল সদা পাইলাম আর এখন কি হবে বল দেকিরে ঢেঁটাবেটা তখন ফাকি ঝুকি দিয়া নামাইলি এখন যে মুখে কথা নাহি তোর অহঙ্কার কোথা গেল হারে বেটা বোকা রাজাকে যে বীযক করিয়াছিলি এখন যাও না ইহাই বলিয়া তাহাকে সকলে বীযক করিতেছেন। তাহার অপমান রাজা চিত্রগ্রীব শুনিয়া কহিতে ছেন যে ওহাকে বৃথা অপমান করিতেছ তাহার কিছু দোষ নাহি তোমারদের কপালে যাহা লিপি ছিল তাহা হইয়াছে এখন ওহাকে অপমান করিলে তোমরা ত্রাণ হইতে পারিবা না তবে কি নিমিত্ত তাহাকে কহিতেছ ; তাহার মরিতে ইচ্ছা

ছিল না যদি সে জানিত তবে কদাচ সে আসিত না। অতএব আমি এ কথা বলি যদি এখন আপদ পড়িয়াছে তবে তাহার হিতের যে হেতু ভাল হয় তাহা চিন্তা কর। সকলে বন্ধন দেখিয়া স্তব্ধ হইও না শস্য দেখিয়া ক্ষুধা যুক্ত হইয়া তৃপ্তি জন্য খাইতে নামিয়াছি তাহাতে দুঃখ হয় হইল অতএব ব্যাধ না আসিতেং যে বিবেচনা সিদ্ধি হয় তাহা কর সকলের শান্তি নিমিত্ত। কেহ ব্যাকুল হইও না অপর যে জন বিপদ কালে বিপদ হইতে উদ্ধার করে সেই পরম মিত্র নতু বিপদাতীতে। আপদ কালে যে বিস্ময় করে সে কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব এখন সকলে ধৈর্য্য অবলম্ব করিয়া প্রতীকার ভাব। আরো বলি শুন মহাজন ব্যক্তিরদের এই সকল করিতে প্রকৃতি সিদ্ধি আছে কিং তাহার বিশেষ কহি। বিপদি ধৈর্য্য বৃদ্ধ বর্দ্ধাতে ক্ষেমা সভাতে বাক পটুতা

যুদ্ধে বিক্রম যশেতে সুন্দর যজ্ঞে দুঃখ। আর এই ছয় পুরুষের অত্যন্ত দোষ নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ আলস্য দীর্ঘসূত্রতা। সম্প্রতি তোমরা এমত কর সকলে এক চিত্তে জাল লইয়া ওড়িয়া প্রস্থান কর। কেন যে হেতুক যদি কোন ক্ষুদ্র প্রাণী বহু পুরুষ এক যোগ হয় তবে তাহারা ও প্রবীন হইতে পারে সে কেমন তাহা জান। যে যত অল্প বস্তু যদ্যপি অনেক একত্র করে তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয়। তাহার মূল কোথায় তাহা শ্রবন কর। যেমন তৃন একত্র করিয়া যদি দড়ি পাকায় তবে তাহা দিয়া বৃহৎ জন্তু যে হস্তী তাহাকে বন্ধন করে। তাদৃশ অনেক পুরুষ এক যোগেতে কার্য্য সিদ্ধি হয় অতএব রাজার কথা ক্রমে সকল কপোত এই চিন্তা করিয়া জাল লইয়া ওড়িলেন। ইতিমধ্যে সেই ব্যাধ দেখিল যে ওহারা জাল লইয়া ওড়িয়া চলিল তখন সে এ কথা বলিতেং তাহারদের

পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল যে আমরা পক্ষী গনেরা আমার জাল আহরন করিলে ভাল কত দূরে তোমরা যাইবা যখন ভূমিতে পড়িবা তখনি আমার বশীভূত হইবা জাল লইয়া উড়িলে কি হইবে পলাইতে পারিবে না কোন মতে। ইহাই বলিয়া ঊর্দ্ধেদৃষ্টি করিতেছে ঐ যে ব্যাধ তিনি অত্যন্ত পিপাসা ও ক্লেশযুক্ত হইয়া এক গাছের তলায় বসিলেন। তারপর কপোতেরা দেখিল যে লুব্ধক নিবর্ত্ত হইয়া বসিয়াছে তখন তাহারা বলিতে লাগিল এখন কি কর্ত্তব্য কোথায় যাব আমারদের বন্ধন মোচন কি রূপে হইবে তাহা কহ। তখন চিত্রগ্রীব কহিতেছেন পিতা মাতা ভ্রাতা ইহারা স্বাভাবিক হিতকারী কিন্তু কার্য্য কারন কালে যে জন হিত বুদ্ধি দেয় আর সে যদি অপর হয় তবে তাহার সমান হিতাকারী কেহ নহে। অতএব হিরনাক নামেতে এক মূষিক আমার

বন্ধু আছেন। সে সহজ ধার্ম্মিক গণ্ডকী নদীর তীরে চিত্র বনেতে বাস করেন চল আমরা তাহার নিকট যাই তিনি এক্ষনি আমার দের বন্ধন ছেদন করিয়া দিবেন। এই আলোচনা করিয়া সকলে মিলে হিরন্যকের গর্ত্তের নিকটে যাইয়া বসিলেন। হিরন্যক করিয়াছেন কি ভবিষ্যত আপদ ভয়েতে শত মুখ গর্ত্ত করিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল পক্ষীর শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন না জানি আজি কি দশা ঘটিল ইহা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। অনাগত ভয় দেখে নীতি শাস্ত্রেতে বিশারদ যে মুষিক রাজ তিনি শতমুখী গর্ত্ত করিয়াছেন। তারপর চিত্রগ্রীব কহিতেছেন ওহে বন্ধু হিরন্যক কেন তুমি আমারদের সহিত সম্ভাষ কর না। আমরা তোমার নিকট আইলাম কিন্তু তুমি লুকিয়া থাকিলে এ কি ব্যবহার তোমার। তখন

হিরন্যক চিত্রগ্রীবের কথা বুঝিয়া কিছু অপ্রস্তুত মনে সম্ভ্রমেতে বাহিরিয়া বলিলেন। আঃ কে হে আইস২ বন্ধু চিত্রগ্রীব এ কি আনন্দ আজি আমার সুপ্রভাতা রজনী আমার আর ভাগ্যের সীমা নাহি অদ্য বাটী পবিত্র হইল যে মিত্রের সহিত সাম্ভাষ করিলে ও যে মিত্রের সহিত স্থিতি করিলে ও যে মিত্রের সহিত আলাপ করিলে যত হর্ষ হয় তত আর কিছুতে নহে এমন যে মিত্র তিনি আমার বাটীতে ওপস্থিত হইয়াছেন ইহার বাড়া আমার ভাগ্য কি এ রূপে আলাপ আলিঙ্গনাদি করিতে২ দেখিলেন যে তাঁহারা সকলেই জালেতে বন্ধন আছেন তাহাতে বিস্ময় বোধ হইলে ক্ষনেক কাল থাকিয়া বলিতেছেন। সখে চিত্রগ্রীব এ কি তোমারদের বন্ধন কি নিমিত্ত তাহার বিশেষ করিয়া কহ। তখন চিত্রগ্রীব আত্মবিবরন কহিতে লাগিলেন ও হে বন্ধু কি জিজ্ঞাসা

করহ আমাকে আমারদের অদৃষ্টে যাহা লিপি আছে তাহা হইল। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইয়াছি যাহা হইতে যে প্রকারে যে কালে যেখানে যাহা যাবত যে কর্ম্মে মঙ্গল অমঙ্গল তাহা হইতে সেই প্রকারে সেই কালে সেই খানে তেমনি তাবত সেই কর্ম্মে অবশ্যং হইতে চাহে। রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন দুঃখ এই সকল বিষয়। আপন অপরাধে বৃক্ষের সরূপ যে দেহ তাহার ফল ফলে। এই সব বিষয় হিরন্যক শুনিয়া চিত্রগ্রীবের বন্ধন শীঘ্র ছেদন করিতে গেলেন। কিন্তু চিত্রগ্রীব বলিতেছেন এই যে দেখিতেছে আমার আশ্রিতগণ তাহারদের বন্ধন রাখিয়া আগে আমার বন্ধন মুক্ত করিতে ওচিত নহে এমত যদি আমি করি তবে আমার বড় অখ্যাতি হবেক। কেন আমি তাহারদের রাজা তাহারা আমার প্রজা গণ অতএব যদি তাহারদের বন্ধন আগে ছেদন

হয় তবেই সিনি আমার বন্ধন মোচন করিতে উচিত নতুবা উপযুক্ত নহে। হিরন্যক কহিতেছেন শুনহে আমি অল্পশক্তি আমার দন্ত অতি কোমল অতএব এত লোকের পাশ কেমন করিয়া মোচন করিব এ সব বন্ধন কাটিতে আমার দন্ত ভাঙ্গিয়া যাবে আগে তোমার বন্ধন কাটি তারপর যত কাটিতে পারি তাহা কাটিয়া দিব। পুনর্ব্বার চিত্রগ্রীব কহিতেছেন কিন্তু এমন কর তুমি ইহারদের যত বন্ধন কাটিতে পার তাহা কাট তারপর যেমন হইবার তাহা হবে। আর কিছু উপদেশ কহি শুন আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে আশ্রিতকে রক্ষা করে সেই নীত শাস্ত্রজ্ঞদের সম্মত যে হেতুক আপদের কারন ধন সঞ্চয় করে ও কুলের কারন দারা। কিন্তু আত্মাকে সতত রক্ষা করিতে উচিত তারপর ধন ও দারা। অপর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি প্রাণীর

হেতু সংস্থান। তাহা নষ্ট করিয়া যদি প্রাণ বাঁচে তবে সে প্রাণ বাঁচনে কি সুখ আছে। অতএব চিত্রগ্রীব পুনরায় কহিতেছেন ও হে সখে সেই নীত কিন্তু আমার আশ্রিতের দুঃখ সর্ব্বদা দেখিতে পারি না। অপর যে জন পণ্ডিত সে পরের উপকার নিমিত্ত ধনে সামর্থ্যে কি প্রাণ দিয়া করিতে পারে তাহা করে অতএব তুমি যে আমার প্রভুত্ব ফল কহ তাহা কদাচ হইতে পারিবে না। আমি বিনা আশ্রয় তাহারদের ত্যাগ করিতে পারি না যদি আমার প্রাণ ব্যায় করিলে তাহারদের রক্ষা হয় তাহা অবশ্য করিব আমার এই যে কলেবর মুত্র বিষ্ঠা অস্থিতে নির্ম্মিত অতএব বন্ধু হে যশ পালন করার বাড়া কি আছে লোকত ধর্ম্মত দুই ভাগ। যদি নিত্য অনিত্য শরীর ব্যায়েতে যশ লভ্য হয় তাহা না হইবে কেন। শরীর আর গুণেতে অত্যন্ত দুর আছে কেন

শরীর যে এ ক্ষন বিদ্ধংস ঘর্ষ হইয়াছে কর্পুর্ন্তি স্থায়ী একারন শরীরে আর গুনে অত্যন্ত দুর বলি। ইহাই শুনিয়া হিরন্যক অতি হৃষ্টমনে পুলোকিত হইয়া কহিতেছেন ভাবি মিত্র এই তোমার আশ্রিতেরদের বাৎছল্য ক্রমে তুমি ত্রিলোকের পুভুত্ব জন্মাইলে তোমার সমান ধার্ম্মিক ত্রিভুবনে নাহি আমি কি বলিয়া স্তব করিব তোমাকে যে পুকার তোমার পুকৃতি ইহাতে অত্যন্ত আল্হাদিত হইলাম। এই মতে নানা স্তব কথা কহিলে তাহারদের সকলের নিকট যাইয়া বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তারপর হিরন্যক সাদরেতে সকলকে পুজাবিধান করিয়া কহিতেছেন সখে চিত্রগ্রীব শুন একটা কথা বলি তুমি পাছে এই জাল বন্ধনে আপনাকে হেয়জ্ঞান করিবা ও দোষাশঙ্কা করিবা তাহা করিও না আপনার জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। দেখ যে হেতুক শত যোজন হইতে

পক্ষী সকল কালপ্রাপ্ত হইয়া জালেতে পড়িতেছে যেমন চন্দ্র সুর্য্যের গ্রহপীড়া আর ও গজ সর্পরে বন্ধন সমুদ্র মন্থনের স্থলে দেখিতে পাইয়াছি অতএব বিধাতার নির্ব্বন্ধই বলবান সকল হইতে অধিক। আর ও বলি পক্ষীরা সর্ব্বদা আকাশে চলে তাহারা ও আপদ পাইতেছে সে কেমন যেমন গভীর সমুদ্রের মৎস্য বরশীতে বন্ধন হইতেছে অতএব দুর্নিত বিধির কি চরিত্র আর স্থানের গুনাগুন কি যখন দুঃখ হইবার সময় হয় তখন অন্ধ যে সে ও হস্ত বিস্তার করিয়া দূর হইতে দুঃখ গ্রহন করে অতএব তুমি মনে কিছু দুঃখ ভাবিও না। এই প্রবোধ দিয়া অতীথি করিলেন এবং আলিঙ্গন দিলেন চিত্রগ্রীব ও সেই মতে যথেষ্ঠ লোকাচার ব্যবহার করিয়া দেশে গমন করিলেন। অতএব যে কেহ মৈত্রতা করিবেক সে সত্তের সহিত করিবেক। দেখ মূষিক মিত্র

সকল কপোতের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন ও তাহারদিগকে বিদায় করিয়া স্বীয় গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন।

ইতি মধ্যে সেই বনবাসী এক কাক লঘুপতনক নামেতে তিনি এই সকল বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানে কহিতেছেন। অহো হিরন্যক সর্ব্বদা তুমি শ্লাঘ্য তোমার শ্রেষ্ঠ গুনের কথা আমি এক মুখে কত কহিব তোমার সদৃশ মিত্র আমি দেখি না দেখিলাম না দেখিব না অতএব আমি ও তোমার সহিত মৈত্রতা করিতে চাহি এখন তুমি অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমাকে মৈত্র ইচ্ছা কর। তাহা শুনিয়া হিরন্যক গর্ত্তের দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তুমি কেহে। তিনি কহিতেছেন আমি লঘুপতনক নামেতে কাক। তখন হিরন্যক সহাস্য বদনে কহিতেছেন আঃ তোমার সহিত

মৈত্রতা যদি লোক এমন যোজনা করে যে আমি ভক্ষ্য তুমি ভক্ষক তুমি আমাকে খাও তবে হইতে পারে। শুন দিকি আমি হইয়াছি তোমার অন্নতুল্য তুমি ভোক্তা তোমায় আমায় কি রূপে প্রীতি হবে বল দিকি। অপর ভক্ষ্য আর ভক্ষকে যে প্রীতি সে বিপত্তি কারন যেমন শৃগাল হইতে যে মৃগের পাশ বন্ধন তাহা কাকেতে রক্ষা করিলেন।———

বায়স কহিতেছেন সে কি বিষয় তাহার বিস্তারিৎ কহ। হিরন্যক কহিতেছেন শুন চম্পক বতী নামেতে এক অরন্য আছে সেই বনের মধ্যে মৃগ ও এক কাক এই দুই জনে অত্যন্ত সম্প্রীতি পূর্ব্বক উভয়ে বাস করেন ইতি মধ্যে এক দিন সেই মৃগ ইচ্ছা ক্রমে বেড়াইতেৎ এক শৃগাল দেখিল তাহাকে সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট স্নিগ্ধ শরীর। তাহা দেখিলে মনে বিবেচনা করিতেছেন আঃ

এই যে পরিপাটীর কোমল মাংস আমি কি রূপে খাইতে পাই। এইটা ভাবিলে মৃগের নিকট আসিয়া কহিলেন বন্ধুহে সকল মঙ্গল অনেক দিন অবধি তোমার নাম শুনিয়া চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছি অতএব আজি আমার সুপ্রভাতা রাত্রি যে তোমার সাক্ষ্যাৎ হইল। মৃগ কহিলেন তুমি কে হে। শৃগাল কহিতেছেন ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে আমি জম্বুক এই অরণ্যের মধ্যে বন্ধুহীন মৃতবৎ একাকী বাস করি সম্প্রতি তোমাকে মিত্র আসা করিয়া আইলাম। বন্ধু লোকের জীবন অতএব আমি তোমার অনুচর হইয়া থাকিব তুমি আমার সহিত মিত্রতা কর। তারপর মৃগ বলিলেন আচ্ছা তাবত সূর্য্য অস্তগত ও মরীচি মলিন হইলে ওভয়ে মৃগের বাস ভূমিতে গেলেন। সেই খানে সুবুদ্ধি নামেতে কাক মৃগের মিত্র তিনি ও বাস করেহ। তিনি ঐ শৃগাল দেখে কহিলেন সখে মৃগ আর এক

জন দেখিতেছি ওনি কেডা। মৃগ কহিতেছেন তিনি জম্বুক আমার সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন। কাক কহিতেছেন মিত্র শুন অকস্মাৎ আগত লোককে বিশ্বাস কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অজ্ঞাত কুল শীলকে বাস দিবেক না। যথা মার্জ্জারের দোষেতে বৃদ্ধ জরদগব নষ্ট হইল। তাহারা কহিতেছেন সে কি।

কাক কহিতেছেন এক ভাগীরথীর তীরে গৃধ্রকুট নাম পর্ব্বতে মহা পর্কটী বৃক্ষে তাহার কোটরেতে গলিত নখ দন্ত নয়ন জরদগব নামেতে এক গৃধ্র তিনি তাহাতে বাস করেন তাহার জীবনার্থে সেই বৃক্ষবাসি সকল পক্ষীরা কিঞ্চিৎ২ আহার দেন তাহাতে তিনি বাঁচেন। ইহার মধ্যে এক দিন কোন সময়ে এক বিড়াল তিনি পক্ষী শিশু দেখিয়া ভোজন

আসাক্রমে সেই স্থানে উপনিত হইলেন তাহার আগমন দেখিয়া পক্ষী শাবকেরা ভয়াকুলে কোলাহল শব্দ করিতে লাগিল তাহারদের শব্দ শুনিয়া জরদগব কহিতেছেন তুমি কে আইলা হে। তখন দীর্ঘ কর্নকে দেখিয়া ভয়যুক্ত কহিতেছেন হায় কি হইল এখন নিকট আসিতেছে যাইতে শক্তি নাহি কি করিব ইহাই বলিতেং নিকট আসিয়া সে কহিলেক। ওহে পিতামহ তোমারে আমার নমস্কার। গৃধ্র কহিতেছেন তমি কে হে। সে কহিলেক আমি মার্জ্জার। তখন গৃধ্র বলিতে লাগিলেন দূর হও আমা হইতে তুমি আমাকে খাইবা না কি। তাহা শুনিয়া মার্জ্জার কহিতেছে শুন হে আমার কথা শ্রবন করহ যদি আমি বধী হই তবেই মিনি নষ্ট করিব শুন কহি যদি বধী জাতি তাহাতে কি করে তাহার ব্যবহার জানিয়া পুজা করিতে

উচিত হয়। অমি তোমার এখানে অতীথি আইলাম তুমি আমার জাত না ছুইয়া খেদাইয়া দিতেছ। তাহার কথা শুনিয়া গৃধ্রি কহিতেছেন কি মত তোমার ব্যব হার বল দিকি শুনি। মার্জ্জার কহিতে আরম্ভ করিলেন আমি গঙ্গাতীরে নিত্য স্নায়ী নিরামিষ ভোজন বৃহ্মচর্য্য চান্দ্রায়ন বৃতে মনুষ্যের ব্যাবহার করিয়া থাকি অতএব সকল পক্ষীর চারদিগকে আমার অগ্রে প্রস্তুত কর আমি তোমারদিগেরে বিদ্যাদান করিতে আসি য়াছি। কিন্তু তুমি এ মত ধার্ম্মিক অতীথিকে মারিতে ওদ্যত হইলা এ তোমারদের অতি ভুল গৃহস্থের ব্যাবহার এমন নহে আমি তাহা বলি শুন। যদি শত্রু গৃহেতে আসে তবে তাহাকে ও আতিথ্য করিবেক দেখ বৃক্ষের ছেদক আসিয়া তাহার ডাল ছেদন করে তব্ তিনি অন্য ডালের ছায়া তাহাকে দেন কখন

তাহার ছায়া হরন করেন না অতএব যদি ঘরে কিছু অতীথি করিবার সামগ্রী না থাকে তথাপি বাক্য দিয়া তাহাকে পুজা করে তাহা বলি তৃন ভুমি জল ও বাক্যেতে অতীথি পুজা করে কিন্তু সতের বাটী হইতে অমনি বিদায় কদাচ করিবেক না। আরো কহি শুন সাধু ব্যক্তিরা যে নির্গুন হয় তাহার ওপরে ও দয়া করে তাহার প্রমান দেখ চন্দ্রের জোৎস্না সকলের ওপর দিতেছেন যেমন চণ্ডালের ঘরে তেমন রাজার ঘরে সর্ব্বত্রে সমান তেজ তাহার ইতর বিশেষ কিছু নাহি। এ নিমিত্ত বলি যাহার কপাল ভগ্ন হয় তাহার বাটী হইতে অতীথি নিবর্ত্ত হয় যে হেতুক বাটীতে পুন্য আসিয়া ফিরি যায়। আর কহি গুরু অগ্নি ব্রাহ্মন এহারা স্বাভাবিক গুরু আর স্ত্রীদের গুরু স্বামী কিন্তু আগত গুরু সর্ব্বত্রে ব্যাবহার আছে। উত্তম বর্নের বাটীতে যদি নীচ

বর্ণ আইসে তখন নীচ বর্ণ ওত্তমের পুজনীয় হয় এ কারন কহি অতীথি সর্ব্বত্রে পুজনীয় আছে। তারপর গৃদ্ধ কহিতেছেন মার্জ্জার আমাকে দয়া কর শুন আমার অপরাধ হইয়াছে আমি মহাশয়কে জাত নহি অপনি সাধু ও মহা পণ্ডিত আমরা কি জানি অতি মুর্খ জাতি অতএব মহাশয় ক্ষেমা করুন এখানে সকল বালকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে একারন বলিয়াছি এখন মহাশয় যেমত আজ্ঞা করেন সেই মত করি। মার্জ্জার দুয়েতে কর্ণস্পর্শ করিয়া থাকিলেন। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করি তোমরা আমার কাছে সকলে মন যোগ দিয়া শ্রবন কর সেই মতে সকল পক্ষী শিশুরা মার্জ্জারের নিকট আসিয়া বসিলেন তিনি কহিতে লাগিলেন। এই শাস্ত্রের প্রমান ও পরম্পর সকলে কহে অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই এক মত। অপর সকল হিংস

ত্যাগ করে আর সকল সহিষ্ণুতা করে আর সর্ব্বদা অভয় সেই নর স্বর্গগামী। অন্যচ্ছ সুহৃদের ধর্ম্ম এই যে মরনের সহিত যায় কি শরীরের সহিত নাশ হয় যে একের প্রতিকার জন্য অন্যের প্রান বিমোচন করে। যে আপনার দুঃখ বুঝে সে পরের ও বুঝে অতএব বন জাত শাকেতে স্বচ্ছন্দে খাইয়া পরিপূর্ন হয়। আর এই দগ্ধ ওদরের নিমিত্ত কে মহত পাপ করে। এ সকল কথা কহিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই তরু কোটরের মধ্যে স্থিতি করিলেন। তাহার পর দিনেং গিয়া পক্ষী শাবক ধরিয়া আপন স্থানে লইয়া খান। তখন যাহারং ছা খান তাহারা অত্যন্ত শোকাকুলে সকলকে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে সকলেই বলে আমরা কি জানি এই রূপে পক্ষী শিশুরদিগকে প্রত্যহ খাইতে লাগিলেন কিন্তু সকল পক্ষীরা বলিলেন চন

দিকি দেখিগা গিয়া বলিয়া যে খানে দীর্ঘ কর্ণ থাকেন সেই কোটরের কাছে যাইবা মাত্রে তিনি পালায়ন করিলেন। তাহার পর পক্ষীরা চতুর্দ্দিগ দৃষ্টি করিতেং গমন করিয়া সেই কোটরের মধ্যে কতক গুলি অস্থি পাই লেন। পক্ষীরা মনেং চিন্তা করিলেন যে এই বেটা আমারদিগের বাচ্চা খাইয়াছে। তৎপর সকল পক্ষী একত্র হইয়া সেই গৃধ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন হাঁরে বেটা বুড়া তুই কোথাকার এক বেটাকে রাখিয়া আমার দিগের অপত্য নষ্ট করিলি। রহিস বেটা আজি তোরে মারিতেছি বলিয়া তাহাকে বধ করিলেন তাহাই আমি বলি অজ্ঞাত কুলশীলের বিশ্বাস।——

ইহাই শুনিয়া সেই শৃগাল সকোপে কহিতেছেন শুন দিকি হে কেবল মৃগের

সহিত অদ্য দর্শন মাত্র তুমি আমাকে অজ্ঞাত
কুল শীল করিলে এমন অসহ্য কথা কদাচ
কহিও না এখন ওত্তরে২ প্রীতি বাড়িবে যেমন
মৃগের সহিত তেমন তুমি ও আমার বন্ধু কে।
তত মৃগ বলিতেছে এ সব কথায় কি ফল চু
করিয়া থাকহ সকলে এ স্থানে বাস করি।
কাকো বলিলেন আচ্ছা থাকহ। তারপর
প্রভাত হইলে যাহার যে খানে ইচ্ছা তিনি সেই
স্থানে গমন করিলেন। এই প্রকারে কত দিন
যাইতে২ এক দিবস ক্ষুদ্র বুদ্ধি জম্বুক চুপ করিয়া
কহিতেছেন সখে মৃগ এই বনেতে আমি
দেখিয়াছি এক স্থানে অপূর্ব্ব শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র
দেখিয়া আসিয়াছি অতএব চল আমি তোমাকে
দেখিয়া দিয়া আসিগা তুমি প্রত্যহ সচ্ছন্দ
পূর্ব্বক খাইয়া আইসহ। তাহার সাতে মৃগ
দেখিতে চলিলেন। শৃগাল তাহাকে লইয়া সেই
ভূমি দেখাইয়া দিলেন মৃগ তাহা দেখিয়া

অত্যন্ত হৃষ্ট মনে প্রতি দিনে সেই খানে গিয়া শস্য খাইয়া আসিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন যায়। ইতি মধ্যে ক্ষেত্রপতি দেখিলেন যে ভুমির শস্য কিসে খাইয়া যায়। তাহা বিবেচনা করিয়া এক দিন ভুমিতে জাল পাতিয়া থুইয়া গেলেন। তাহার পর মৃগ সেই দিন শস্য খাইতে গিয়া জালে বাঁধা পড়িয়া চিন্তা যুক্ত হইলেন। তদনন্তর জম্বুক সেই স্থানে উপনিত হইয়া দেখিলেন দেখিয়া বলিতেছেন আঃ সফল হইয়াছে আমার কপটনাট ফাঁকিতে মনোরথ সিদ্ধি হইল কিন্তু অনেক বাহুল্যতে হইবেক। ভাল ইহার মাংস যদি সমুদায় না পাই তথাপি গৃহস্থেরা মাংস লইয়া হাড় গুলাও অবশ্য ফেলাইয়া দিবেক তাহা ও পাইব তবু শ্রমের স্বার্থক হইবেক। তাহার পর মৃগ তাহাকে দেখিয়া বলিতেছেন বন্ধু

জম্বুক সত্বর আসিয়া আমার পাশ ছেদন করিয়া ত্রান করহ। যথা আপদে মিত্র জানা যায় যুদ্ধে শূর ধনে শুচি ভার্য্যা ক্ষীনে ও সম্পত্তিতে বন্ধু দুঃখে। এই কথা শুনিয়া শৃগাল বারেবারে জাল দেখিয়া চিন্তা করিয়া বলিতেছেন। সখে এ জাল দেখিতেছি চর্ম্ম নির্ম্মিত অতএব আজি তো রবিবারের রাত্রি আমি দন্তে স্পর্শ করিব না তাহা হইলে আমার ব্রত ভঙ্গন হয়। রাত্রি প্রভাতে যাহা তুমি বলিবা তাহা আমি করিব। তৎপর প্রভাতে সেই যে সুবুদ্ধি নামে কাক দেখিলেন মৃগ আইসে নাহি অতএব তিনি ভাবিলেন যে কি নিমিত্ত মৃগকে আজি দেখি না কোথায় গেলেন। ইহা বলিয়া চারিদিগে দৃষ্টি করিতেং দেখিলেন যে মৃগ জালে পড়িয়া আছেন। তখন কাক মৃগকে বলিতেছেন সখে মৃগ এ কি দেখিতে পাই। মৃগ কহিতেছেন

তোমার কথা পূর্বে শুনিলাম না। তাহারি মন্দ হইল তাহা বলি যে সুহৃদের কথা না শুনে তাহার আপদ অতি নিকটে হয়। ও আর বলি দীপ নির্বান গন্ধ যে না পায় আর সুহৃদের বাক্য যে না মানে আর অরুন্ধুতি যে না দেখে তাহার আয়ু গত অবশ্য হয়। কাক বলিতেছেন সে শৃগাল কোথায়। মৃগ বলিতেছেন তিনি এই খানে কোন স্থানে আছেন আমার মাংস খাইবার আসে। কাক বলিতেছেন মিত্র আমি তোমাকে তখনি বলিয়াছিলাম আমার কি দোষ। এই বিশ্বাসের কারন দেখ। তুমি যখন বিশ্বাস করিয়াছ তখনি পাপ কর্ম্ম করিয়াছ। শুন যে অনেক প্রকার মিথ্যা মধুর বচনেতে লোকেরে বস করে। এমন ব্যক্তির সহিত প্রীতি কর্ত্তব্য নহে আর পরক্ষে যে জন কার্য নষ্ট করে ও প্রত্যক্ষে প্রিয় বচন কহে এমন মিত্র বর্জ্জন করিবেক। সে কেমন

যেমন বিষযুক্ত অমৃত কুম্ভ আর ছিদ্র নিরূপণ করিয়া নিঃশঙ্কে প্রবেশ করে সে সকল খলের প্রকৃতি জানিবা। এবং দুর্জ্জন প্রিয়বাদী হইলে সে বিশ্বাসের কারণ নহে তাহারদের জিহ্বাগ্রে মধু কিন্তু হৃদে হলাহল। দুর্জ্জন যদি বহু শাস্ত্রজ্ঞ হয় তবু তাহাকে নষ্ঠ কর্ত্তব্য। সে কেমন যদি মনিযুক্ত সর্প হয় তাহাকে কি ভয় করিবে না। এই সকল কথা কাক বলিতেং রাত্রি প্রভাত হইল। তাবৎ সেই ক্ষেত্র পতি লগুড় হস্তে করিয়া আসিতেছেন। কাক তাহাকে দেখিয়া বলিতেছেন মিত্র এখন তো ক্ষেত্রপতি আসিতেছে তোমাকে আমি যাহা বলি তাহা করহ তুমি জালেতে মৃত তুল্য হইয়া পড়িয়া থাকহ আমি তোমার ওপর বসিয়া অল্পেং প্রহার করি তারপর যখন আমি শব্দ করিয়া ওড়িব তখন তুমি শীঘ্র ওঠিয়া পালাইবা তবেই তুমি বাঁচিবা নতুবা আর

কোন ওপায় দেখিতে পাই না। তখন তাহার কথা শুনিয়া সেই মত থাকিলেন। তিনি তাহার গাত্রে অল্পে২ ঠোকারিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে ক্ষেত্র পতি আসিয়া মৃগ দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে পুনর্ব্বার তাকাইয়া দেখিলে বলিতেছেন আঃ এ কি আশ্চর্য্য স্বয়ং মরিয়াছে। আমার মারিতে ব্যামহ হইল না। অতএব তিনি জাল আস্তে২ খুলিতে লাগিলেন যখন তাহার জাল খোলা শাঙ্গ হইল তখন কাক শব্দ করিবা মাত্রেই মৃগ পালাইলেন। তখন ক্ষেত্র পতি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধমনে লাটি ফেলিয়া মারিলেন সেই লাটি ঐ শৃগালের গায় লাগিয়া মরিয়া গেলেন। অতএব পাপ পুন্যের ফল তিন বৎসরে কিম্বা তিন মাসে কিম্বা তিন পক্ষে কিম্বা তিন দিনের মধ্যে অবশ্য২ ফলে। এই নিমিত্ত আমি বলি ভক্ষ্য আর ভক্ষকেতে প্রণয় সে বিপত্তির কারন।——

কাক পুনর্ব্বার কহিতেছেন তুমি ভক্ষ বট কিন্তু আমার নহ। তোমার বাঁচনে আমি বাঁচিব এবং তোমার মরনে আমি মরিব অন্য প্রকার বিশেষ দেখি পুন্যবানেরদের সাধু শীল সকলেতেই সামান। তাহার সাক্ষী চিত্রগ্রীব ও তুমি। কিন্তু সাধু যদি কোপিত হন তথাপি তাহার অন্য মত হয় না। যেমন পিপাসিত দেখিয়া সমুদ্র কখন শুস্ক হয় না তাদৃশ। হিরন্যক কহিতেছেন তুমি চপল তোমার সহিত বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে। তাহার স্থল এই মার্জ্জার মহীষ মেষ কাক আর কাপুরুষ এই সকলের সমান গুন। ইহারদের সহিত বিশ্বাস আচরন করিলে তাহার হিত হয় না শুন আমি তোমার ভক্ষ তুমি আমার শত্রু তোমার সহিত মিত্রতা হয় না। অন্য প্রকার বলি। যা বুঝা যায় না তা বুঝাই যায় না ও যা বুঝা যায় তা বুঝা যায়। কিন্তু জলেতে

ও কখন গাড়ি যায় না। ও তাহাতে ও কখন নৌকা যায় না। অপর লঘুপনক কহিতে লেন শুন আমি এ সকল বিষয় সর্ব্বদা সমান সঙ্কল্প করিলাম যাহাতে তোমার সহিত সৌহৃদাতা হয় তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য তবু তুমি আমার সহিত মিত্রতা করিতে চাহ না। অহো চতুর শুন দুর্জ্জনের কার্য্য কি তাহা বলি। তাহারা সুখ নষ্ট করিয়া দুঃখ চেষ্টা করেন সে কেমন যেমন মৃত্তিকার ঘট সুজন ওনেরদের কার্য্য কি তাহা শুন। তাহারা দুঃখ নষ্ট করে সুখ চেষ্টা করে যেমন স্বর্ণ ঘট সাধুরদের দেহ নষ্ট হইলে ও গুনের নাশ হয় না। সে কীদৃশ যেমন চন্দন বৃক্ষকে ছেদন করিলে তাহার সুগন্ধি যায় না শুচিত্ব ত্যাগিতা সুখ দুঃখ মহত্বতা সমান দাক্ষিণ্য আনুরক্তি এই সকল গুন সুহৃদের সর্ব্বদা থাকে। এই সকল গুনযুক্ত আমি অন্য

আর কাহাকে পাইব তোমা ব্যতিরেক। তখন হিরন্যক বাহিরিয়া কহিতেছেন তোমার বচনামৃততে তুষ্ট করিলা অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হওক। ঘর্ম্মার্ত্তকে সুশীতল জল সুন্দর বাতাস ও মুক্তার মালা আর চন্দন যদি গাত্রে লেপনাদি করিয়া যত স্নিগ্ধ না হয় তত হইলাম আর কহিতেছেন যাহার যে মত মন পায় তেমনি হয়। তাহার সকল কথাতেই তুষ্ট করে কিন্তু রহস্য ভেদে যাচঞা নির্দয় চপল চিত্ত ক্রোধ মিথ্যা বাক্য এই সকল মিত্রের দোষ আমি তোমার কথা ক্রমে ইহার এক দোষ ও দেখি না। পটুতা সত্যবাদিতা কথাক্রমেতে বুঝা যায় অনুরক্ত অন্য পদ্য প্রত্যক্ষে জানা যায় অতএব তোমার যে অভিমত তাহাই হইল। সেই অবধি পরস্পর বন্ধু হইয়া নিরন্তর ভেদ নাহি যেমন নখে মাংসে

মূষিক আর বায়স একান্ত প্রীতি গড় হইলেন হিরন্যক মিত্রতা বিধান করিয়া এবং বায়সকে ভোজনে তোষ জন্মাইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন বায়স ও আপন স্থানে গেলেন। তারপর প্রত্যহ পরস্পর ভোজনের কালেতে দেখা শুনা হয় এই রূপে কতক দিবস যায়। এক দিন বায়স কহিতেছেন মূষিক মিত্র কষ্ট লভ্য আহার এই স্থান অতএব এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতে চাহি। হিরন্যক কহিতেছেন মিত্র কোথা যাইবা বল দিকি বলিয়া কহিতেছেন বুদ্ধিমান এক পা চলে ও এক পা থাকে পরস্থান এক মাস দেখিয়া পূর্ব্ব স্থান ত্যাগ করিবেক। বায়স কহিতেছেন মিত্র নিরূপিত স্থান আছে। কোথায় তাহা বল দিকি। বায়স বলিতেছেন দণ্ডকারণ্যে কর্পূর গৌর নামে সরোবর আছে সেই খানে আমার অনেক কালের সুহৃদ মন্থর